কবিতার বই
ব্যক্তিগত প্রকাশনা
মুদ্রণখরচের জন্য কাঙ্খিত সহায়তা: ৫০টাকা

জীবাশ্ম বিপ্লব নায়ক

জীবাশ্ম

বিপ্লব নায়ক

জীবাশ্ম

বিপ্লব নায়ক

কবিতা সংকলন
রচনাকাল: অক্টোবর ২০১৮ থেকে নভেম্বর ২০২০

জীবনের ভাঁজ খোলার প্রতিটি মুহূর্তের উপর ক্ষমতা এখন তার শাসনাধিপত্য কায়েম করেছে; মৃত্যুই এখন ক্ষমতার প্রান্তসীমা, মৃত্যুই এখন সেই মুহূর্ত যা ক্ষমতার নাগালের বাইরে; মৃত্যু হয়ে উঠেছে অস্তিত্বের গোপনতম দিক, 'নিভৃততম' আকৃতি।

— মিশেল ফুকো, লা ভোলোঁতে ডি স্যাভয়র
(যৌনতার ইতিহাস-১)

সূচী

প্রস্থচ্ছেদ

১। বাদাবন ৯
২। আপাতত আমাদের... ১০
৩। পালট্‌গাথা ১২
৪। বন্দিশালার জ্যামিতি ১৪
৫। ক্ষমাহীন আলোয় ১৫
৬। দৃশ্যপট ১৮
৭। জলযাত্রা ১৯
৮। বিশ্বকর্মা পাড়া ২১
৯। পতিত ২৩
১০। বরষাঘর ২৫
১১। মনীষীদের চোখের আলো ২৭
১২। খাদ ২৮
১৩। আজ অপরাহ্নে ৩০
১৪। বেশ্যাগলি ৩৩
১৫। পারাপার ৩৫
১৬। বামন ও কোকিল ৩৭
১৭। তারাদের ভার ৩৯
১৮। হেমন্ত ৪০
১৯। শরসজ্জার ভীষ্মের মতো ৪১
২০। আদিস্পর্শ ৪৩
২১। তিতিক্ষা ৪৪
২২। দেবদাস দেবদাসী ৪৭
২৩। কুণ্ডলিনী ৪৯
২৪। হেরে যাওয়া যুদ্ধের পরিখা ৫৩
২৫। বিপ্লবযান ৫৪
২৬। এখানে মৃত্যু হলে ৫৬
২৭। অবরভূমি ৫৯
২৮। মিথুন ৬০
২৯। বর্তমানবার্তা ৬২
৩০। জীবাশ্ম ৬৫
৩১। আমাদের বারোয়ারি ৬৬
৩২। হেমন্তের গন্ধ ৬৮
৩৩। মালা গাঁথা ৬৯

ঊর্ধবাধ ছেদ

১। কবিতা উৎসবে কবি ৭৩
২। পানশালায় কবি ৭৬
৩। নিৎশে সকাশে কবি ৭৮

প্রস্থচ্ছেদ

বাদাবন

অর্ধেক জীবন অতিবাহিত হলে
নিঃসঙ্গতার তেজস্ক্রিয় আবর্জনায় ভরে ওঠে জল
বিষাদবৃক্ষকে ঘিরে শ্বাসমূলের নকশা
ক্ষয়িত ফুসফুসের দেওয়াল
সিপিয়া বর্ণের বাদাবনের মাটি
এসব খাঁড়িতেই আমাদের যাপনের চালচিত্র
জল নেমে যাওয়ার পর জলজের খোঁজ

শতাব্দীপথে চুঁইয়ে আসা প্রসিদ্ধিকথা লোলচর্ম আজ
বিশ্বকর্মার হাতমোজায় দৃশ্যমান নরহত্যার চিহ্ন
মানবায়ত্ত সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার দাবিদার নায়কেরা
সর্বজনমঙ্গলের ঘটপুজোয়
কৃষকদের মাটি খুঁড়ে শস্য কেড়ে নিয়ে
দাসদের শ্রমিক আর শ্রমিকদের দাস করে
বিরাট রাষ্ট্রের শঙ্খে সমুদ্রকে বন্দি করে
সমাহিত আজ
তাদের মহাকীর্তি-প্রতিমার সামনে শতাব্দীজোড়া ঘটপুজো শেষ
পরিত্যক্ত ঘট সব লোনাজলে ভেসে শ্বাসমূলে আটকে এখন
তাদের ঘিরে লাল কাঁকড়াদের সংসার

যখন জল ওঠে
শঙ্খমুক্ত সমুদ্র মাতন তোলে খাঁড়িতে
তখনও কি জ্ঞান তেজস্ক্রিয় নিমগ্ন পলিতে ?

আমাদের এ নিঃসঙ্গ যাপন ফুরিয়ে আসছে
বড়জোর হয়ত আর এক শতাব্দী

আপাতত আমাদের...

আপাতত আমাদের এই ধূসর শান্তিকল্যাণ
বিখ্যাত ব্যর্থকীর্তি মৃতদেহ যেন
ধনী প্রবাসী পুত্রের ফেরার অপেক্ষায় বরফঘরে শীতল

আপাতত আমাদের এই ধূসর শান্তিকল্যাণ
বিগত স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ছাই সর্বাঙ্গে
ইতিহাস তৈরির গতায়ু প্রকল্পের আস্তাকুঁড় ঘাঁটে

আপাতত আমাদের এই ধূসর শান্তিকল্যাণ
পরিবার-প্রকল্পক মহাশয়দের হাতে বাঁজাকরণ অন্তে
শোকার্ত জরায়ুর মতো বন্ধ্যা বিষন্ন আঁশটে

আপাতত আমাদের এই ধূসর শান্তিকল্যাণ
কীর্তিস্থাপনের অগণন ছেলেমানুষির পর
ধ্বজভঙ্গ শিরশিরানি ক্ষমতা-আঁকড়া

আপাতত আমাদের এই ধূসর শান্তিকল্যাণ
অসীম-ছোঁয়ার অভিযানে সীমা ধ্বংসের পর
ভবিতব্যের মতোই পরিত্যাজ্য

পালট্‌গাথা

অভ্র ও কাঁচের গুঁড়ো
অপার্থিব শিখা
ঝল্‌কে ওঠে ঝিনুকে
চিন্তাপ্রকোষ্ঠে
নয় মন্দিরের জন্য
নয় কারখানার জন্য
নয় সংলাপ নয় বক্তৃতা
দৃশ্য ও অদৃশ্য অভিজ্ঞতার রামধনু
বিশ্বাস যা খণ্ডনের জন্য সভা বসেছিল
আশা যা ধীরে ধীরে পুড়েছিল
রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নয়
রাষ্ট্রবিপ্লবের জন্য নয়
মতবাদ-কুঠুরি নয়
সব আলো নিভে গেলে ঘনিষ্ঠ অন্ধকার
গায়ের গন্ধের মতো
নির্মিতিহীন স্থিরতায় শান্ত হতে চায়
কিন্তু দহনের ফেলে যাওয়া ছাই হিসেবে থাকে ইতিহাস
বিভিন্ন দেশলাই বাক্সে সংগ্রহ করা বারুদ-পুড়ে-যাওয়া কাঠির সঙ্গে
নয় উত্তরাধিকার
নয় স্মৃতির বিমূর্ত ছায়াপথ
নয় ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মাকড়সার বোনা জাল
তীব্র হতে থাকা তাপে ছায়ার আয়োজন
লাগামহীন বানে ভেসে থাকার আশ্রয়
শেষ মহাপ্রলয়ের পুনরাবর্তক স্বপ্নের আরেকটি নতুন ব্যাখ্যাপ্রচেষ্টা
প্রত্যেকে গুছিয়ে নিতে চায় নিজেরটা
নিজের সম্মান

নিজের গর্ব
একটি প্রাগৈতিহাসিক গুহা
রুগ্ন শীর্ণ সূর্যকররেখা কোথাও কোনও সুসমাচার আনে নি
বিনয় ত্যাগ তিতিক্ষা এখনও অসম্ভব বৃত্তি
আমাদের মানচিত্রের সব নদীতে নারদের ছায়া পড়ে
ঢেউয়ের মাথায় কাঁপে পাখার ঝলক
লাল অথবা গেরুয়া অথবা কালো
উপাসকের দল তুলে আনে চিতাভস্মের পট
গঙ্গায় ভাসে আপাতত আমাদের স্বস্ত্যয়ন

বন্দিশালার জ্যামিতি

চিহ্ন নিয়ত সত্যবাদী
পাখা থেকে খসে পড়া পালক বলে ওড়ার পরিশ্রমের কথা
পাখির চোখে দেখা গ্রহগতর বন্ধ দরজার কাঠে
খাঁজে খাঁজে বহু বিচিত্র জীবনযাপনের অদৃশ্য আয়োজন
লম্বালম্বি ফাটলে উঁকি মারে নজরদার-প্রধানের নলদৃষ্টি চোখ
বদ্ধ তাপ সমমাত্রিক স্থিরতায় অদৃশ্য করে তোলে অভ্যন্তর
অচেনা বেদনার মতো শিরশির করে অপার্থিব শীতরেখা
বন্ধ চোখের খোলে লাল মদের ছলকের মতো যাতায়াত-পথ
সত্য বা কল্পিত পাঁশুটে অন্ধকার ছড়ানো মাকড়সার জালে
পূর্বের মতোই বিচারশালার গতিপ্রকৃতি এখনও ব্যাখ্যাহীন
অজ্ঞাত ঈশ্বরের অস্তিত্বের দিকে গণ্ডি কেটে এগোয় দেহখাঁচা
পড়ে থাকে বিন্দু
পড়ে থাকে সত্তা
তাপ-বাতাসের পেষণে
গুঁড়ো গুঁড়ো হয় মেঝের উপর
মিশে যায় ধূলিকণায়

নজরদার মিনারের শিশ্নাঘাতে ছেঁড়া আকাশ থেকে
ঝরে পড়ে মরা কাক

ক্ষমাহীন আলোয়

ক্ষমাহীন আলোর নিষ্ঠুরতায় আদুল
এসব প্রান্তর বেদনার
মাঠগুলোয় অনেক মৃত্যু পোঁতা আছে
দূর শহরের শব্দ যুদ্ধজারির জিগির তোলে
সকালের কর্কশ আলোয় জীবিতরা জড়ো হয়
বর্তমানতার গর্তে সাপের মতো কুন্ডলী পাকায়
রক্তহীন শিরায় লবণহীন অশ্রু বয়
আমার চোখ থেকে আঙুলের গোড়া অবধি
চুল থেকে বুকের লোম অবধি
গুমরানি সীমা ভাঙে
এখন যেহেতু আমরা প্রাপ্তবয়স্ক
যেহেতু স্বপ্ননির্মাণের সবকটা প্রচেষ্টা শেষ হয়েছে যুদ্ধক্রিয়ায়
যেহেতু আমরা অভিযুক্ত
পিছুফেরা রোমন্থনে আমাদের মৃত্যুগতি
আমরা জড়ো হই
গায়ে গা লাগিয়ে থাকি
অথচ এ ক্ষমাহীন আলোয়
কেবল নিজেকেই দেখতে পাই
যত গায়ে গায়ে চাপি ততই নিঃসঙ্গ হই
কোনও নির্জন অশোকছায়া নেই ধ্যানস্থ হওয়ার মতো

এখন যেহেতু ভর নেবে গেছে
এখন যেহেতু মহান আলো আর বাঙ্ময় নয়
দহন ছড়িয়েছে নীল শূন্যতার অবয়বে
সাদামাটা ছড়ানো শব্দগুলো দানা বাঁধে
স্বাভাবিক বিরতিগুলো খাঁটি হয় স্তব্ধতায়
খাবারের গন্ধ ভাসে পরিত্যক্ত খামারে

এখন তাই এ ব্যর্থতার মধ্যে বসে
আমরা কেবল নিজেদের নিয়ে লজ্জিত হতে পারি

প্রিয় কবিতার বইয়ে গুঁজে রাখা একটি ছবি
তীব্রতম চাওয়াকে অব্যক্ত রাখার জোর
যৌনকেশরগুলোকে আলগোছে মেলে রাখা
সুর করে পাঁচালি পড়তে পড়তে মৃৎপ্রতিমায় হাত বোলানো
দয়াল গাজী পীরের চামরের তলায় মাথা পেতে দেওয়া
এই প্রাক্-ইতিহাসের মেঘ সব
বয়ে গিয়েছিল কি পাহাড়ি নগরের উপর দিয়ে
ঝরে পড়েছিল কি নগরগৃহের ছাদে
আকাশমুখো আকুল কোনও দেহে বৃষ্টি হয়ে
যুদ্ধে যাওয়ার সময় এ সব খোঁজ ছিল লজ্জার
এখন যুদ্ধে যাওয়ার লজ্জা নিয়ে মুখ তুললে
কেবল ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর আদুল আলো
কোথাও কোনও মেঘ নেই
কোনও বৃষ্টির ইতিহাস নেই

দৃশ্যপট

খয়েরি-ধূসর জমির উপর কালো আঁচড় তীব্র হয়ে উঠতেই
সন্ধানী হিংসুক আলো নড়েচড়ে উঠল
দূরের আলোকস্তম্ভ আসলে খ্যাতির মিনার
বহু পথ তাতে মিশেছে
আধিপত্য থেকে প্রতিরোধ অবধি সবেরই ধাপবন্দি শীর্ষমুখী পথ
লক্ষ্য থেকে শুরু হওয়া উপায় গিলে ফেলেছে লক্ষ্যকে
ধ্বস যদি জ্যামিতি পাল্টায় পাহাড় উদাসীন
হিংসুক আলো খুঁটে খুঁটে খোঁজে ক্ষুধানিবৃত্তির উপায়
ক্ষুধার্তদের মৃত্যুর পর ক্ষুধা আরো তীব্র
তারজালে উল্লাস ও শীৎকার
তারের মুকুট সাজানো শুকনো খাত জুড়ে

বহুদিন আগে এখান দিয়ে নদী বয়ে যেত
এখানে কাঠের গায়ে পেরেকগাঁথা এক মানুষ মরতে মরতে
শেষ হাহাকার করে উঠেছিল— হা প্রভু আমাকে পরিত্যাগ করলে কেন

জলযাত্রা

জলের শরীর ফুলে ফুলে শ্বাস টানে
আদিম শ্বাপদ যেন
গুমরে গুমরে হাঁফায়

ভরসাহীন জলের খেয়ালের মতোই
প্রতিটা মুহূর্ত আসে
হঠাৎ শুরু হওয়া অভাবিত গল্পের মতো
কোনও না কোনওভাবে যারা চলতেই থাকবে
আকাশের ওপার পেরিয়ে যাওয়ার পরও

লখিন্দরের শব কি বেহুলার স্বামী
নাকি কেবলই এক মৃত্যুর জাদুখণ্ড
যাকে ঘিরে জেগে ওঠে অবাক কীর্তি
বেহুলার অমরত্ব
আর গল্পের শেষ অসমাপ্ত বাক্যের মতো
পুনর্জীবন

অস্তিত্বের কুরঙ্গ প্রতি সকালেই নতুন করে শুরু হয়
স্বর্গধামে পৌঁছানোর আগে বা পরে
বেহুলার নূপুর বেজে ওঠার আগে বা থেমে যাওয়ার পরে
শেষ অবধি বাতাসের গোঙানিতে বোঝা যায়
ঠুনকো সাজানো ইন্দ্রসভাগুলোই স্বর্গ নয়

কিন্তু বেহুলা আমি তোমার কে
পতি নই উপপতি নই
ভাই নই

সন্তান নই
আমি তোমার কে
আমি তো তুমিও নই
তবে তোমার সঙ্গে এ জলযাত্রা কেন

আলো-অন্ধকারের জাফরিতে
স্পষ্ট কেবল অনস্তিত্বের ভয়
অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ
ভিজে ঝোড়ো ঝাপটা উপশম আনে না
রোগটাকেই উসকে দেয় আরো
দিন প্রহর মুহূর্ত শীর্ণ হতে হতে
তোমার আঁচলে পড়ে থাকে
হঠাৎ সূর্যরশ্মি চমকে ওঠে তা ছুঁয়ে

মৃত্যুকে ভেলায় নিয়ে প্রাণ খোঁজার গল্প
সব পটুয়া আঁকে সব কথক বলে
অথচ বেহুলা তোমাকে তো শেষাবধি ভিক্ষাই করতে হবে
লাস্যে ইন্দ্রলালসা পূর্ণ করে ফিরতি চাইতে হবে
আর সে ভিক্ষার প্রাণ জাদুখণ্ডে ফুটতেই
তাকে নিষ্প্রভ করে আবার মৃত্যু ঝলকাবে বজ্ররেখায়

জলের শরীর আরো ফুলে ফুলে উঠবে
আদিম শ্বাপদ হাঁফাবে
গুমরে গুমরে

বিশ্বকর্মা পাড়া

স্বগত বিলাপের মতো এই চরাচর
এখানে একদা দখল কায়েম করেছিল বিশ্বকর্মার দল
পাথর ও মাটির গাঁথনিতে গড়ে তুলেছিল প্রাসাদ
যার মধ্যে মৃত্যু ঢুকতে পারবে না
সময়ের স্রোতে বাঁধ বেঁধে আলো জ্বলবে
সে ছিল ঝর্ণার মতো গানের কাল
ছেনি-হাতুড়ির ভাস্কর্যে ফুটে উঠেছিল রক্তকরবী
কাল বুঝিবা পোষ মেনেছিল
মদিরা ছিল টইটম্বুর

তাদের সৃষ্টির অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাসী বিশ্বকর্মারা
ধীরে ধীরে অস্থি-মজ্জা অক্ষয় করে
তাদেরই সৃষ্ট ইট-পাথরের দালানের মতো হয়ে উঠেছিল

মৃত্যুহীনতার উপাসকদের সমাজে ঝর্ণা হয়ে ওঠে অক্ষয়শিলার ভাস্কর্য
যে চরাচরে নদী নেই বাতাস সেখানে বিলাপ গায়

স্বগত বিলাপের মতো এই চরাচরে
মৃত্যু আসে না
নতুন জন্মও আসে না
দৃশ্যান্তরহীন পটের এপার ওপার জুড়ে পড়ে থাকে মৃত আলো

পতিত

পতিত জমি হেসে ওঠে হলুদ ফুলে
পাহাড় ভেঙে নামা ধ্বসের নিচে উধাও নদী
ক্ষতগুলো ঘেমে ওঠায় ভিড় করেছে নাছোড় মাছি

হাত দিয়ে ছোঁও
মাংস পচে নরম হয়ে গেছে
চাপ দিয়ে ঢোকো ভিতরে
স্পর্শ পাচ্ছ কি এখন
এখানে শূন্যতাই স্পর্শযোগ্য
শূন্যতাকে ঢেউ খেলালেই সাগর
চাপা পড়া সব নদীদের জন্মান্তর

আমাদের পেরিয়ে আসা খাত শুকিয়ে গেছে
ঠেলে এসেছে ঝোপঝাড় অরণ্য পুনর্দখলে
পাথরের মেলায় অবশিষ্ট একমুঠো পাঁকে দেখ ছায়া পড়ে
মেঘহীন অন্ধকারে তারা ফুটে ওঠে
গল্প করে পাথরভাঙানী মানুষদের কীর্তিকথা
ক্ষণস্থায়ী সুন্দর স্মৃতি

তোমাকে কি আমি জেনেছি কোনও ক্ষণে
ক্রমশঃ শাখাছড়ানো পথগুলোয় ভাগ হয়ে যেতে যেতে
নৈঃশব্দের শিকড়ে লালন কুড়িয়ে পাওয়া শব্দে
জ্বরতপ্ত ছায়া কি হেলান দিয়েছে তোমার গায়ে
তুমি কি কোনও ক্ষণে জেনেছ আমায়

প্রতিটি রাত্রিই আমাদের অসন্তুষ্ট করত
কোনও রাত্রিই যেন যথেষ্ট অন্ধকার নয়
শূন্যপথে তারা ফোটানোর মতো অন্ধকারের খোঁজে

প্রতিটা অযোগ্য রাত্রিকে খুন করেছি আমরা
তবু তুমি যা করেছ
আমি কি তাই-ই করেছি

কখনও হয়তো বা
হেমন্তের আলো খুলে দিয়েছে অন্ধ অনুভূতির দরজা
কিন্তু আমাদের অন্তঃস্থ ওজনের ভারে আমরা
ধীরে ধীরে তলিয়ে গেছি ভাষার মধ্যে
যেখানে প্রতিটা প্রতিজ্ঞা নৈঃশব্দে রক্তহীন হয়ে যায়
প্রতিটা উড়াল মুখ থুবড়ে পড়ে

চরাচর মানুষহীন হলে নদীদের জন্মান্তর হবে
ক্ষতঢাকা নতুন মাটি আবার অরণ্যের জন্ম দেবে
রক্তে বাজবে বেহুলার নূপুর
শূন্য সাগর মন্থন করে বিশ্রাম নেবে হাত
তাই মধ্যবর্তী এ চরাচরে
এসো আমরা
আমাদের হাতকে
ঘুমিয়ে পড়তে দিই

চোখের গভীরে
যেখানে যন্ত্রণা ধীরে দগ্ধ হয়
স্তব্ধতার সবুজ জামবাটি উলটে ঘুমকে ঢেকে রাখে
ঘুম সেখানে মৃত্যুর মতো অপার

বরষাঘর

বরষা আরও ঘন হয়ে ওঠে
সঙ্গীছাড়া শালিখের বিষন্নতার রঙ পিছলে পড়ে
মেঘ থেকে মাটি অবধি দেওয়ালগুলোয়

বহু দূরে বুঝি পাঁজা জমেছে সাদার
দেওয়ালগুলো পেরিয়ে
শেষহীন পথের নিচে

সারি সারি পাহাড়
লুকোনো বুকের নিচে
দৃষ্টিকে পীড়া দেয়

ক্রমশঃ গাঢ় ও ভারী নিশানগুলো
অস্তিত্ব অনুভূতি
নিঙড়ে নিতে হবে

একখণ্ড কাঠের মতো বিস্মৃতি
ধীর সাবধানি চোখের বারোয়ারী মাচানে
আমাদের দরজা-জানালা-বন্ধ ঘর

জলের গায়ে জল ঘষা শীৎকারে
স্তব্ধতা স্ফটিক হয়
আমাদের অতিরিক্ত ভাষণের সভাশেষে

পায়ের আঙুল দিয়ে শক্ত করে মাটি আঁকড়ে
ঝুঁকে পড়ি ভিতরে
গর্ত-খাদগুলোর মুখে

ঝলকানো অন্ধকার
রক্তের গভীর বুননে
ফুল ও অন্ধের উচ্চারিত শব্দের মতো

পাপড়িগুলো গায়ে গায়ে লেগে থাকে হৃৎপিণ্ডে
আরও কিছু কথা খরচ হয়ে গেলে
হাতুড়ির ঘা পড়বে

তুমি আমার মতো বা আমি তোমার মতো
কখনও কি সম্ভব এ আকাশের নিচে
অজ্ঞেয় আমরা প্রত্যেকে

মনীষীদের চোখের আলো

যেভাবে পাথর বাঙ্ময় হয়ে ওঠে
বোধ্যতার পরিসরে
কথোপকথন দীর্ঘ হয়

যেভাবে হিমবাহের মৃত্যু ধ্যানস্থ হয়
শূন্যতায় উড়ালে নিক্ষিপ্ত
শ্বেতবিড়ালী ধূসরতায়

যেভাবে সদ্যপরিচিতা নারী
চোখে যার রাত্রি দ্রব
নতুন জন্ম দেওয়ার স্বভাবসৌন্দর্যে
ভাইফোঁটার টীকা এঁকে দেয় কপালে

যেভাবে তার পাহাড়মাথার বাড়ির বারান্দায় বসলে
খাদের ঝোরার জলে লাফিয়ে ওঠে রোদ
সারা গায়ে ফুল ছড়িয়ে
তার হাত বাড়িয়ে দেয় সুরার পাত্র

যেভাবে তোমার মধ্যে জানান দেয় বহু তুমি
রাত্রি জুড়ে বহু রাত্রির কল্লোল ওঠে
চাষজমির কর্ষিত মাটি ভিজে নরম হয়

সেভাবেই
মনীষীদের চোখের আলো নিভে গেলেও
মানুষ বাঁচতে পারে

খাদ

কুড়িটি হেমন্তের পাতা ঝরে গেছে
কৃশতনুসব মেদযোগে হয়েছে স্থূল
তবু ভিতরে তাকালেই খাদ দেখা যায়

খাদের ধারের এ বিপজ্জনক ঝরাপথে
শেষ কথা হয়েছিল
এখানে
তুমি এখনও প্রতিধ্বনি
খাদে হেলান দেওয়া অজগর শূন্যতায়
এখনও শব্দ হাতড়ে ফেরো
অবোধ্য থেকে বোধ্যতা অবধি বাঁধা সেতুর নিচে

প্রত্যাখ্যানের ভয়ে পাঁশুটে মনে
হঠাৎ যখন জ্বলে উঠল আলো
তখন তুমি ফিরিয়ে নিচ্ছ মুখ
বেদনা এঁকে বলছ এই শেষ

ঝরে পড়তে পড়তে সে মুহূর্ত অসীম হয়ে গেল

তারপর যতবার
নিষিদ্ধ অমৃতফলে কামড় বসানোর মতো
কামড় দিয়েছি তোমায়
আমার নিস্তব্ধতা চারিয়ে গেছে তোমার মধ্যে
অসীমের ঝরে পড়ার ক্ষীণধ্বনি
ফোঁটায় ফোঁটায়
ঝিঁঝিঁপোকা হয়ে গেছে
গতকালের সীমানা জুড়ে

নির্বাক চলচ্চিত্রের মতো স্বপ্নে দেখেছি
গিরিমাটি তুলে তোমার কপালে এঁকে দিচ্ছি টিকা
তোমার আমার বাঙ্ময় পরিসরে

প্রাচীন মোহরের মতো ধুলোয় পড়ে থাকে সে স্বপ্ন

শরীরের কোন গভীরতম খাঁজে
আটকে আছ তুমি
দেওয়ালে আঁকি গিরিমাটির ছবি
এই জীবনটাই নাকি আমাদের একমাত্র ঘর

রঙিন ছায়ামানুষ সব
মেদবহুল শরীরের ভারে ভারী করে তোলে বাতাস
গায়ে গায়ে এঁটে থাকে
চাপ দেয় আরও জায়গা করে নিতে
ক্লান্তিতে চোখ বুজে ভিতরে তাকালে
সে খাদ দেখা যায়

আজ অপরাহ্নে

কলরোল, ব্যস্ততা, উদযাপন এখানে শ্লথ
সময়ের স্বকীয় প্রসারণে
অস্তিত্বের মৌল বিষণ্ণতার মুখ জুড়ে
নিভু আলোর শীতল সোহাগ এখন খেলা করে

শহরখাদের এ চারমাথা মোড়ে
চারধারে বালি-ইঁট আর ভারা-বাঁধা আধানির্মাণে
নীল কাগজে আঁকা নকশার প্রত্যয় থমকে দাঁড়িয়েছে বুঝি
অগোচরের অপ্রত্যাশিতের মুখোমুখি
ডুবতে বসা সূর্যের আড়াআড়ি আলোয়
অতীত ও ভবিষ্যতের প্রেত ভেসে বেড়ায়
আর প্রেতস্বরে বাজে ক্ষীণ ক্ষণজন্মা বর্তমানের জন্য শোকগাথা

আমাদের ভালোবাসার উপর দিয়ে
সহযাপনের উপর দিয়ে
সমরপাদুকার কুচকাওয়াজ আমরা দেখেছি প্রতি বছর
বেড়ে ওঠার কালে
রাজপথের দুধারে সারে দাঁড়িয়ে
রাষ্ট্রতন্ত্র দিবসে

নিয়মিত পদদলিত সেসব ক্ষতকে রঙিন জামায় ঢেকে
ঘর থেকে বেরোই
বারোয়ারি পানশালায় উল্লাসের খোঁজে
আধো-আলোছায়ায় সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করে
জ্ঞানের বেদনা, অদম্য অস্থির
খাদের ধারে আমরা ঝুঁকে বসি

খাদের আবছায়া অন্ধকারে ফুটে ওঠে

মানুষের স্বপ্নপূরণের জন্য মানুষের হাতে নিহত মানুষ
প্রতিবেশী হিংসা
তার দুচোখে তীব্র আলো
কেবল মৃত ঘাতকদের চোখই এখন বাতিস্তম্ভের মতো জ্বলে

ক্ষয়িত আবেগের সময়ে আমরা এখন ভয়ার্ত ও ভঙ্গুর
দ্বিধা-কোমলতা পুড়িয়ে ইস্পাত-কঠিন মানুষ গড়ার অভিযানে
আমাদের ডাক পড়েছিল
আজ ক্লান্ত অপরাহ্নে
চড়ুইভাতির আগুন জ্বেলে
ঝলসানো মানুষ-মাংস খাওয়ার জন্য আমরা নিমন্ত্রিত

বেশ্যাগলি

চৌমাথা-পার গলির মুখে বেশ্যারা দাঁড়িয়ে-বসে
খদ্দেরদের অপেক্ষায় খদ্দেরদের ভয়ে
নিকাশী পাঁকজলের মতো থকথকে সময় কেটে বুজকুড়ি ওঠে
অদৃশ্য অভ্যন্তরে চালু রেচনক্রিয়া
বহু পুরানো সুর গেয়ে হেঁটে আসে বালগোপাল
তপ্ত মেঘেরা ভিড় করে এসে খাটায় ঝোলা শামিয়ানা
আলোজ্বলা জানালাগুলো দূরে সরতে সরতে আলোফোঁটা হয়ে যায় দিগন্তে
পূর্বপুরুষদের প্রাচীন কোনও বিষাদে বেশ্যামন ভারী হয়ে ওঠে
কুপির কাঁপা আলোয় গিরিমাটি দেওয়ালের মতো
আশোয়া বিছানায় চাদর টানটান
ফড়েদের সঙ্গে খদ্দেরদের দরকষাকষি দূরে বাজে
কানের গভীরে স্থান করে নেওয়া টানা ঝিঁঝিঁডাকের মতো

ঝিঁঝিঁডাক আর আলোফোঁটায় বোনা দিগন্তের ওপারে
কীভাবে সুর জমে ওঠে
বালগোপালের কন্ঠে ভর করে
দিগন্তের পর্দা তুলে খিড়কি দিয়ে পৌঁছে যায় গলিমুখে
জাদু ছাড়া এ বা আর কী বলো

তপ্ত মাংসল দণ্ড দেহে খুঁড়ে বসে
শুক্র ছিটিয়ে শিথিল হয়ে হাঁপায়
নির্দোষ হাসি হেসে অস্থির উন্নাসিকতা নিয়ে চলে যায়
জাদু হাওয়া আর শীতল অনুর্বরতার মধ্যে মেলে দেখ নিজেকে
রেখে যাওয়া শুক্রচিহ্ন কীভাবে জমাট বেঁধে ফ্যাকাসে হয়ে যায়
কোনও রেশ রেখে যায় না এমনই অমানুষী এ যাওয়া
ক্রমশ সংখ্যা বাড়ে

এবং তুমি আধা শহর পরিক্রমা করে আসতে পার
পুনরাবৃত্তিই এখানে নিয়ম
জনসমাগমে ভিড় হলে একাকীত্ব আরও তীব্র হয়
নিখোঁজ নিরুদ্দেশ বেড়ে যায়
এখানে কেউ মরে না, সবার মৃত্যু হয়

হারিয়ে যাওয়া গিরিপথ জনপদ জঙ্গল
মহাশূন্যে চিহ্নের তারামণ্ডল হয়ে
আলোকবর্ষ দূরের অতীত থেকে পূর্বপুরুষ-স্বর
অস্তিত্বযাপনের মুহূর্তগুলোয় মৃত্যু সেঁধানোর আগে
স্নেহের আঁচল বিছিয়ে দেয়

পারাপার

সীমানা পেরিয়ে নিভু আলোর দেশে তাকে বয়ে এনেছিল
স্পর্শ-বাঁচানো আবরণীতে ঢাকা হাত
উদ্বাস্তু কলোনির ঘিঞ্জি ঘরগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ল উঠোনে
নতুন মঙ্গলকাব্যের প্রথম পদের সূচনা হল বুঝি
বাঁশঝাড় পানাপুকুর নালিঘাস যদিও উদাসীন
তবু ইতিহাসই মূল গায়েন
আর তার নাম রাখা হল লখিন্দর

সেই তার মরণ থেকে জীবনে প্রবেশ
আলোআঁধারি মঞ্চে নায়কের মতো
সুরবাঁধা ধরতাই বুলিতে অস্তিত্ববুনন

প্রথমে স্তুতিকাল
পাপস্বীকারের ঘোর বাতিক
মৃত্যুকে মালিন্য জ্ঞান করে অমলিন হওয়ার ঝোঁক
সে পথে ক্লান্তি এল
জীবনবিযুক্ত ভাসানবেলায়
মত্যু সামনে এসে দাঁড়াল দৃষ্টি-অভেদ্য ঝলক হয়ে
তখন ঘোর বাতিক স্বচ্ছতার
আবছায়া আবেগের ছলনা কেটে নগ্ন আলোকবৃত্তে দাঁড়ানোর জন্য
আগুনের দান খেলে জেতার জন্য

এভাবে প্রাপ্তি জমা হয়
মত্যুমুখী বিষাদ অসীম হলুদ হয়ে ফোটে
এ বিপুল প্রাপ্তি নিয়ে
অস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব অবধি নিয়মবাঁধা সেতু পেরিয়ে
উল্লাস ছুঁয়ে থাকে আতঙ্কের সীমা

প্রতি রাত হয়ে যায় ছিটমহল
কাঁটাতার, প্রহরী, বিশালোদর গাড়ি, বড় বড় ফাঁদ আর বন্দুক
স্বাভাবিক যত প্রশাসনিক ব্যবস্থা
প্রথমে নিশ্চল
তারপর দুলতে থাকে
হলুদ হয়ে ওঠে
যেনবা রাত নয় রাতশেষ আসন্ন
যন্ত্রগুলো স্থির স্থবির
থুতু বা গুলি কোনওটাই ছেটায়না
তবু পাঁশুটে রঙের ভয় আলখাল্লার মতো ছড়িয়ে থাকে
জোব্বা-ঢাকা ছায়া পা চালিয়ে রাস্তা পেরিয়ে যায়

রাস্তায় নামলেই এই ছায়ারা তার পাশেপাশে হাঁটে
মঙ্গলকাব্যের নায়কের পার্শ্বদবর্গ যেন
নায়কের এখন সীমানা পেরিয়ে প্রত্যাবর্তনের পালা
ছিটমহল জমে ওঠা মানচিত্রে কোনও পথ গোটা নেই
যে কোনও দিকে হাঁটলেই সীমানা পারাপার

বামন ও কোকিল

নিভন্ত হলুদ আলোয় কোকিলগুলো খুব ডাকছে
বায়ুবিষাণ স্তব্ধ
উপছানো ধ্বনিগুলো সাদা
রাস্তার ধারে বারোয়ারি পেচ্ছাপখানার দরজায়
নীল দেওয়ালের উপর কালচে আর খয়েরি ছোপগুলোর সামনে
টুল পেতে বসে শুল্ক সংগ্রহ করা বামন
টুল ছেড়ে নেমে
বিষন্ন সবুজ গাছের মাথাগুলোর দিকে মুখ তুলে
কোকিল-ডাকের নকলে একটানা জবাব দিয়ে যাচ্ছে

তারাদের ভার

আলোকবর্ষ দূরের তারারা সব মৃত
যত আলো সব শুধু অতিকায় মৃত্যুর স্মৃতি

গহন কালো হালকা হতে হতে পটে মুখ গোঁজে
কেশরগুলো ছড়িয়ে থাকে

সময়ের ছায়া যত বিষলতা
অন্ধকার দিয়ে অন্ধকার আবৃত

অনন্ত বেদনা আনন্দস্বরূপ
প্রশান্তি অপরূপে

মহামহিম দৃঢ়সংকল্প তীক্ষ্ণচোখে শাসানি দিতে দিতে
তাড়িয়ে নিয়ে যায় স্বর্গের দিকে

বহু চর্চায় প্রমিত বন্দিশিবিরের যৌথজীবন-শিক্ষা
তুষারধূসর অস্তিত্ববিস্তারে আজও উৎপাদন-হার বাড়াতে একাগ্র

দেওয়ালে টাঙানো মহামানবদের ছবিগুলো উল্টে দাও
পিছনের ধুলো ও ঝুলের জালে অন্য নকশা ফুটেছে

হেমন্ত

ঝাপসা অন্ধকারে বিদ্যুতের তারে বসা কালো পাখি
ধারালো ঠোঁটের উপর জ্বলজ্বলে ভাসছে চোখ
কবেকার ধানসিড়ির জলে পড়েছিল ছায়া ধান খুঁটে খাওয়ার
পাথরের ডানা রাত্রিতে ডোবে
রাত্রি যেন এর থেকেও বেশি রাত্রি হতে পারে

মরা হেমন্তের আলো পড়ে আছে আরো অনেক শবের সঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে
হরিলুটের কুড়োনো বাতাসা আঁচলে চেপে যে যাওয়ার চলে গেছে
সে পথে ফিরে এসেছে অন্ধ অনুভূতি সব
আরো বহু ডুবে গেছে নিজেদের কেন্দ্রে অসহনীয় ভার বোধ করে
নৈঃশব্দের কৃষ্ণগর্ত ঘিরে ছায়াপথ ভরে ওঠে ভাষায়

হেমন্তের অরণ্যে পর্ণমোচী প্রতিজ্ঞা সব বিষন্ন দণ্ডায়মান
তাদের নামে বহু জনপদের নাম রাখার পরও
এখন নিজেদের নাম বহন করা অসহ
শিকড় থেকে ডাল অবধি নাড়ি অনুভব করে
প্রতিস্পন্দনের স্পর্ধা

আশা এভাবেই গোল করে কবর খোঁড়ে
চারতালের ছন্দে নেমে যায় খাড়া সিঁড়ি
ভূহৃদয়ে আছে বুঝি কৃষ্ণশিলা আছে বুঝি লাভা
স্থবির প্রহর বুঝি স্নান করে আগুনআলোর ঝলকে
অপার্থিব অশ্বপিঠের মতো বাঁক খেয়ে টানটান তৈলাক্ত-সবুজ মাটি

শরসজ্জার ভীষ্মের মতো

অঝোর বৃষ্টি ফোঁড় তুলছে চরাচরে
রঙ সব অতীত দিনের মতো ঝাপসা
যেনবা এখনও সবাই ঘুমিয়ে আছে

দূরে দৃশ্য বোঝাই হয় খোলা-মুখ ওয়াগনে
নিচে লোহার পথরেখা ছাইটিপির মাঠের দিকে
এ ছাই দিয়ে হবে ইট
ইট দিয়ে হবে বাসা

পাথরের ওপারে পাথর
গাছের ওপারে গাছ
অদৃশ্য পাহাড় ও জঙ্গল ঠেলে ওঠে দৃষ্টির ভিতর থেকে
শরসজ্জার ভীষ্মের মতো চোখ যন্ত্রণামধ্যে ধর্মের অপেক্ষা করে

এই বর্তমান আপাতত আমাদের বাসা
এক শালপ্রাংশু আমি মূক-বধিরতায় প্রবেশ করি
করোগেট টিনের চালার ভার বইতে
মাথায় বেঁধে নিই ব্যবহার-হারানো পুরোনো লালসালু
ঘুণ উঠে আসে ঘরে-ফেরা আত্মীয়ের মতো
ঘুণ এ খুঁটিদেহ প্রকৃতিতে ফিরিয়ে দেবে

টের পাই
অনুভূতি ক্রমে গ্রাহ্য রূপ নেয়
বৃষ্টিপতনের
হেমন্তের অরণ্যের
অথবা তারাখচিত কাপড়কে প্রতীক করার নির্বুদ্ধিতার
সাদা পায়রার মতো নরম উষ্ণ উড্ডীন এক অনুভূতি

দিনে অন্ধ এ যুধিষ্ঠির
অন্ধকারের অসহ ভার ঠেলে হাত ওঠায়
পাশার দান চালার জন্য
বাসা ও বর্তমান তার বাজি

নৈঃশব্দের ক্ষুদ্র স্ফটিকখন্ড ঘিরে বাকবিস্তার
মূর্খ সামাজিক হয়ে ওঠার প্রলোভনে
নিরুক্তির পর নিরুক্তি সাজিয়ে
অতিকথনে
অলঙ্কারবাহুল্যে
কামুকভাবে মৃত্যুর দিকে চেয়ে থাকে

আদিস্পর্শ

পতিত নাবাল ছেয়ে সবুজ চোরকাঁটা ঝোপ,
কাঁটায় মজে ওঠে ক্ষত, যত
ছেঁড়া-খোঁড়া স্থান.
আর সাঁঝমুখের শঙ্খধ্বনি
বাতাসে সমুদ্র তৈরি করে,
বয়ে যায় রক্তগ্রন্থি কেবলই তোমার দিকে।

উচ্ছিষ্টে পাঁকে মরা খাত পিছে পড়ে থাকে,
একটি তারার ছায়ায় জন্ম নেওয়া তারাপথ
জলে কাদায় খুনসুটি করে,
পাথর ভাঙার যন্ত্রগুলো আজ এখানে নেই,
হাত আর পা খাদের মুখে জড়ো হয়ে দেখে
স্মৃতির স্ফটিক ক্রমে নরম নীল আলো হয়ে গলে যাচ্ছে।

একান্ত দ্বিধাবন্দি নবজাত আদিস্পর্শ হাতে জেগে ওঠে,
বহুকাল ঘুমিয়ে সতেজ,
ফেঁড়ে দেওয়া রাস্তার দুভাগে হেঁটে এসে
এখনও দ্বিখন্ডিত আমি,
পাহারাদার টহল দেয়, পাহারার ছায়া ঘনায়,
আলো কমে আসা ঘরে সময় পায়চারি করে ফেরে।

তোমাকেই ছুঁয়েছিল হাত,
ছেঁড়াখোঁড়া কাঁটাওঠা শূন্যতায় শাঁখ বেজেছিল,
সমুদ্র সবুজ সফেন,
রক্তগ্রন্থি পাড়ি দিয়েছিল তোমার দিকে,
আর তুমি স্নানঘর থেকে ফিরে এসে
মাথা নিচু করে ঘ্রাণ নিয়েছিলে।

তিতিক্ষা

মুঠোর মধ্যে
পাকা সোনার মতো স্তব্ধতা
ঝলসে গেছে হাত

আমার না-দেখা সহোদরা
আমার জন্মের আগে
মা যাকে মৃত প্রসব করেছিল
ছাই-রঙা পাণ্ডুর ঠোঁট
না ফোটা চোখ
গর্ভজলে ভেজা মৃত্যু

আর যা যা হারিয়েছে
জিতে নেওয়া পুরস্কার
তামায় খোদাই করা নাম
প্রতিশ্রুতির দামি নীল কাগজ
জঙ্গল জমি
আর আস্ত একটা নদী
কোনও ছাই পড়ে নেই
তবু হাত ফোসকায় ভরে গেছে

স্তব্ধতা মুঠোয় করে
আমরা এখনও অপেক্ষা করছি
কখন মহম্মদ আসবে
মুঠো খুলে নামাজ পড়াবে
অস্থিমজ্জা হারানো আঙুল দশটা ধোঁয়ার রেখা
ঢেউয়ের মতো দোল খায়

মধুভাণ্ডের মতো
আমাদের শব্দগুলো এখন মৃত

সোনার মতো পাক দেওয়া
নিখাদ স্তব্ধতা
আর ধূসর যশ
আবার আসবে ফিরে
মৃত নদীর বেওয়ারিশ লাশের পাশে
লাশকাটা ঘরে
খাঁজকাটা জাফরির মতো সাজানো শব্দের আড়ালে
পাপ স্বীকার করতে

মুঠোয় ধরা পঙ্গু শব্দরাশি
পরবর্তী পোড়ামাটি পুতুলগুলো
ক্ষয়ে ক্ষয়ে ক্রমে ঈশ্বরনিন্দার মতো সত্য হয়ে ওঠে
আর কত পৃথিবী আর কত পথ পার হয়ে
বুকখোলা ক্ষতের মতো আকাশের নিচে
শৈশবসঙ্গীতেই আমরা সন্তুষ্ট হব

দেবদাস দেবদাসী

চোখের নিচে স্থির জলের পুকুর
জলের নিচে ডুবে থাকা পট দৃশ্য স্মৃতি

দৃষ্টিসীমা ছাড়ানো পাথরবেদির উপর পাথরমূর্তিতে পরিণত
আমাদের মহান শিক্ষকরা
ভ্রমবাতুল সন্দেহকে জ্ঞানের আসনে বসিয়ে
ঘৃণা ও অবিশ্বাসে আমাদের পালন করেছিল
মেরে ও মরে যক্ষপুরীর পাতাল খুঁড়ে
মদ ও তামাকের বাজারের আসরে
ইউক্লিডিয় উপপাদ্য প্রমাণ করে
আমাদের তরবারি ভেঙে গেছে

ছায়া শুষে ঝরাপাতা বাদামি এখন
আলো ও খাদ্যের প্রয়োজন আর তাদের নেই

শায়িত মৃতদেহের সারি
আড়ালহীন আলোয় নগ্ন
হাতে ভাঙা তরবারি

ভাষাহীন শব্দরাশি
হেমন্তের শূন্যতায়
ছিন্ন রেশমের মুদ্রায়
কাঁপে নাচে পাক খায়
স্বঘোষিত যত
দেবদাস দেবদাসী

ভাঙা তরবারির পাশে অচেনা ফুলের ঝাড়
মাটির উর্বরতা ও অজ্ঞেয় বীজবপনের দান

ঘোড়াগুলো লাফিয়ে উঠছে
বাঁকানো ঘাড়
তীব্র হ্রেষা
হিংসার সন্তান-সন্ততি

অশ্বখুরে ধুলো উড়িয়ে
যে পথে তারা এসেছিল
প্লাবন সরে যাওয়ার পর তার খোয়া উঠে গেছে
যত অর্থে নিকিয়ে শব্দকে অমোঘ করা হয়েছিল
মলিন ধূসর পথরেখার মতো মলিন হয়েছে সব অর্থ

নন্দিনীর খোঁপায় গোঁজা রক্তকরবী
আর আমাদের হাতে পড়ে থাকা বিস্মৃতপ্রায় কিছু শব্দ
স্বেচ্ছাচারী ক্ষতির বিষণ্ণতা মনে নির্জনতা আনে
পতিত যোদ্ধাদের ছুঁয়ে পাক খাওয়া বাতাস
ফিরে ফিরে প্রশ্ন করে
কেন কখন কীভাবে
ভাষার বাইরে অর্থোৎপাদন করতে
আমরা প্ররোচিত হয়েছিলাম

কুণ্ডলিনী

পেষাই হতে হতে মরে যাওয়া ঘাসের খাতে
ঘাসের মৃত্যুর ছায়ায় পাণ্ডুর
বহু চাকার গড়িয়ে যাওয়ার স্মৃতি উজিয়ে পড়ে আছে
তোমার পথের সন্ধান এখানেই শেষ
এই নির্বান্ধব প্রহর তারাহীন রাতের আকাশ
নিজ কুণ্ডলী খুলে উল্লম্ব গরাদের মতো উঠে যায়

বৃদ্ধ কবরখনক এখন আর হিসাব রাখতে পারেনা
তার সংখ্যাজ্ঞান উপছে যাওয়ার পর থেকে
প্রতিটা যুবক লাশের জন্য রাতের একটা তারাকে সে নিবিয়ে দেয়
এই মাটি তাদের বুকে নিয়ে ভিজে যায়
আর খরখরে সংবাদপত্র "জঙ্গী খতম" বলে খলখলিয়ে হাসে
মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে মিশে যাওয়ার আগে
অন্তর্গত অর্ধক্ষয় ক্ষয় ও মৌলে প্রত্যাবর্তনের পথে
লাশেদের অন্তর্বর্তী দূরত্ব আর ফারাকগুলো আলাপচারী হয়
না তারা দেখে না
শব্দ বলে না
জাগে না
ঘুম ছেয়ে যায়

সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে আঙুল খুঁজে পায়
যেখানে চামড়া চিরে ক্ষতের মুখ খোলা
আঙুল স্পর্শে হিসাব করে
গভীরতা স্পর্শকাতরতা
ব্যক্তিগত নিবন্ধনও টের পায়না
কীভাবে ক্ষতের মুখ বুজে যায়
যেন একটা শব্দ ভেসে উঠে তারা হতে চায়

ছাই আরো ছাই
রাত্রি রাত্রি আরো রাত্রি
ভেজা চোখের কাছে যায়

দুই হাত দিয়ে আমরা স্পর্শ করতে শিখেছিলাম
তারপর ভয় এল
স্পর্শ দিয়ে বিষ সঞ্চারের ভয়
হাতমুখোশ তৈরি হল
আর হাতের স্নায়ুপ্রান্ত ডুবে গেল বিবর্ণ নৈঃশব্দে
সবুজ বাঁধাকপির পাপড়ির মতো নৈঃশব্দ
অতিচালাক আকাশের নিচে

পড়ে থাকা সময়
পরিত্যক্ত পাথরখণ্ডের মতো
কোনও মহার্ঘ্য ভাস্করের হাতুড়ি-ছেনিতে মূর্তি গড়া শেষ হলে
আলোকিত প্রদর্শনীকক্ষে সে মূর্তি চালান হয়ে গেলে
খণ্ডিত মূল্যহীন নিঃসঙ্গ পাথরের টুকরো যেমন পড়ে থাকে

অবিমিশ্র রাত্রি
সবুজ ও নীল বৃত্ত আঁকি
তারপর একটা লাল বর্গক্ষেত্র বসাই
তবু কোনও ছায়া পড়ে না
অবিমিশ্র রাত্রি
উড়ান বন্ধ মাপজোখ বন্ধ বিনিময় বন্ধ
সত্ত্বার ধোঁয়াটে রেখা কোথাও চোখে পড়েনা
অতিকায় পেঁচা আর অদৃশ্য ইঁদুরদের সময় এখন

কারা যেন মন্ত্র পড়ছে বলি দিচ্ছে
কাঁসর ঘন্টা বাজছে

দেবঘরে অর্চনা বুঝি এখনও বহাল
কোনও নিঃসঙ্গ তারা বুঝি এখনও জীবিত
পেঁচাদের পাণ্ডুর ডানার ওপারে
জল বাড়তে থাকে
ক্রমে জল বাড়ে
বান এল বুঝি

ঘাসের মৃত্যুর ছায়া-পাণ্ডুর পথে
নির্বান্ধব প্রহরে
তারাহীন আকাশের নিচে
কুণ্ডলী খুলে যায়

হেরে যাওয়া যুদ্ধের পরিখা

রক্তপলাশের রেখা বরাবর
ঘর থেকে শূন্যতা অবধি
বোবা বসন্তের গন্ধ ছড়িয়েছে

অনাঘ্রাত অদ্ভুত বিপন্নতা ছেয়ে ফেলে গর্বের নির্মাণ
চরাচরজোড়া অনধিকার আঙুলের ছোঁয়ায় উঠে আসে
যাপন যেনবা প্রায় জীবিত হয়ে উঠেছিল

কত না তারামণ্ডল সমুখে বিস্তৃত
আর রাত্রি শুষে নিয়ে ভারি হয়ে ওঠা দেহ
নামের কন্দরে ডুবে যায়

অথচ নামকে স্বেচ্ছাচারী জ্ঞান করে
প্রস্ফুটিত যৌনাঙ্গে কামাতুর সময়ের কাছে
আমরা প্রেমনিবেদন করেছিলাম
সত্য বটে আমাদের যাপন নির্বাপিত
অস্তি ও নাস্তির মধ্যের হালকা নিশ্বাসের মতো আমাদের যাতায়াত
আমাদের দৃষ্টি ধূমকেতুর মতো ছাইয়ের রেখায় বাস করে
তবু প্রেম আমাদের উজ্জীবিত করেছিল
সময়ের আলিঙ্গনে উদ্ভিন্নযৌবন হতে

আমি জানি আমরা জানি আমরা জানতাম না
আমরা ছিলাম কিন্তু শেষাবধি আমরা ছিলাম না
আর যখন মহাকাশের দুটি তারার মতো আমাদের দেহ মুখোমুখি হয়
একে অন্যের শেষপ্রান্ত অবধি আমরা প্রবেশ করি
হেরে যাওয়া যুদ্ধের পরিখার মতো স্মৃতি মৃত্যুময় হয়ে ওঠে

বিপ্লবযান

পাথরকুঁচি আলকাতরা সিমেন্ট ইঁট পাথরে গড়া
মোম-পালিশ করা
অগণন শহরে
পূর্বে-পশ্চিমে উত্তরে-দক্ষিণে
বার্তাবাহকদের পরিকল্পনা অনুযায়ী
সুশৃঙ্খল কুচকাওয়াজ
বিশ্বজুড়ে মুক্তি নিয়ে আসছে
পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিচারের চত্বরগুলোয়
চলমান ধাতুফিতেয় বাঁধা পাপী দেহগুলোর উপর
যান্ত্রিক নিয়মের নিয়ন্ত্রণে ধারালো চপার নেমে আসছে
পার্থিব ফুলের মতো কুচানো মাংস জড়ো হচ্ছে
সংস্কার-দ্বিধা-দুর্বলতার কবরের উপর ছড়ানো হবে এ ফুল

চোখ বুজে ঈশ্বরকে দেখার দিনের অবসান হয়ে এখন চোখ খুলে
ঈশ্বরের পিছমাথা থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে অনুসরণ করার সময়
ধর্মাচরণের জীবাশ্ম পোড়ানো চুল্লির তাপে
বর্তমান বাষ্প হয়ে ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে ওঠে
প্রাগৈতিহাসিক উপাসনাঘরের যৌথ প্রার্থনার মতো

পরিত্যক্ত বর্জ্যের মতো ছড়িয়ে থাকে
নদী-নালা-পাহাড়-জঙ্গল-মাটি
সিমেন্ট-বাঁধানো মেঝের ফাঁকে ফাঁকে
অথবা ফাটলে
ক্ষতিকর প্রাণনাশক জীবাণুর আখর হয়ে
বৈদ্যুতিন পর্দায় চলা অষ্টপ্রহর শতনাম কীর্তন
শহরনির্মাণের গান গায়

বিশ্ববিপ্লবের এমন ছবি
আমাদের পানশালার দেওয়ালগুলোয় আঁকা আছে
বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণে সছবি বিধৃত আছে
স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিতে বলা আছে
আর জানান দেয় প্রতি রাতে
কেন্দ্রীভূতকরণের শিবিরগুলোর বাঙ্কারে
ঘুমে ভারি হয়ে ডুবতে থাকা স্বপ্নদর্শনে

উদ্ভিন্নযৌবন গাছগুলো অতি সুন্দর
পাতার চামড়া ফেটে বেরিয়ে এসেছে মজ্জার গোলাপি আভা
রুপোলি ফল ফলানোর স্বপ্ন
এই মহৎ আধুনিক যুগে
আদি বর্বরতার বিরুদ্ধে সব অস্ত্র যখন শান দেওয়া ও প্রস্তুত
শুকিয়ে আসা শিকড়গুলো মাটি হাতড়ে খোঁজে
কোন্ মিথ্যা সারে গুপ্ত আছে

এখানে মৃত্যু হলে

পিথাগোরাস ও ভাস্করের পাঠ শেষ হওয়ার পরও
চর্চায় জগৎ অজ্ঞেয়
তাই অভ্রান্ত ঘড়িগুলো
প্রহরকে সমরূপ টুকরোয় ভাঙতে থাকে
আর শিক্ষিতজন মহা প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করে থাকে

আমাদের গহনতম ঘরগুলোয় শিকল আঁটা
ডানপাশে মৃত্যুসহচরী
নভশ্চর কাস্তে কখনও রক্তহীন চাঁদ কখনও গিলতে আসা মুখ
পতিত তারার সাথে বাঁ-হাতের কারবার তার
দেহভাণ্ডে ডুবতে ডুবতে আমি বিদ্যুতের সাড়া পাই

ধাপকাটা ক্ষেত পেরিয়ে ঘুমের দরজায় উঠে আসি
আমায় প্রবেশের অধিকার দাও
খননের উপযুক্ত হাতিয়ার আমি এনেছি
ফ্যাকাশে হাড়ের খাঁচায় হৃদপিণ্ডের পাশে পরিখা কেটে নেব
আপাতত আমার আস্তানা
ফসলের উপর আমার কোনও দাবি নেই

মৃত রক্তকোষের আবর্জনা ভরা শয্যায়
শিশির ঝরে
আবছা চাঁদ বিদ্যুৎ-বাহনে উত্তর পাঠায় বোমাবর্ষণের মতো
ভেঙে যাই জুড়েও যাই আবার ভেঙে যাই

দূরে সুপুরি গাছ আর ভুতুড়ে বাঁশঝাড়ের মধ্যে
নগরপথ আর ট্রামলাইন জেগে ওঠে
ট্রামঘন্টি দূরে মিলিয়ে যায়
মৃত্যুতে অপার বিস্মিত জীবনানন্দের শব পড়ে থাকে

রাত্রি তার পিঠে সওয়ার হয়েছিল
কমলালেবুর বাগানের পাশ দিয়ে জঙ্গল পেরিয়ে যাওয়া রাস্তায়
জোনাকি ছিল অফুরান
নবজাত চামড়া চক্রচিহ্নে ভরে উঠেছিল সাপের খোলসের মতো
অন্তর্গত শূন্যতায় দীপ্তির আভা ফুটে উঠলে
আধো-ধরা-দেওয়া মুখ যখন ফ্যাকাসে হয়ে মিলিয়ে যায়
তখন যেভাবে বেদনা জেগে ওঠে
সেভাবেই শাখাহীন অনিবার্য পথ জেগে ছিল

ইউক্লিড পিথাগোরাস ভাস্কর আর্যভট্ট পেরিয়ে
রামানুজন ও আইনস্টাইন পেরিয়ে
পরিসর ও সংখ্যার এতাবধি নির্মিতি পেরিয়ে
সবার সাথে হাত মিলিয়ে জিপগাড়িটায় সওয়ার হয়েছিলাম
পেরিয়ে এসেছি অনেকগুলো মরা নদী
গুনতে ইচ্ছে হয়নি
প্রাচীন জঙ্গল ধ্যানে বসেছে
জিপগাড়ি ফিরে গেছে
পাহাড় পাথরের ধাপ মেলে দিয়েছে
পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে অজ্ঞেয়কে জ্ঞেয় করতে চাওয়ার বাতুলতাকে
পরিহাস করে রাত্রি হেসে উঠেছে

এখানে মৃত্যু হলে
চোখে গিরিমাটি লেপে দেওয়া হয়
চিরমুদ্রিত চোখে স্বপ্ন দেখার উপযোগী কিছু জিনিষপত্র সমেত
মাটির নিচে কবর দেওয়া হয়

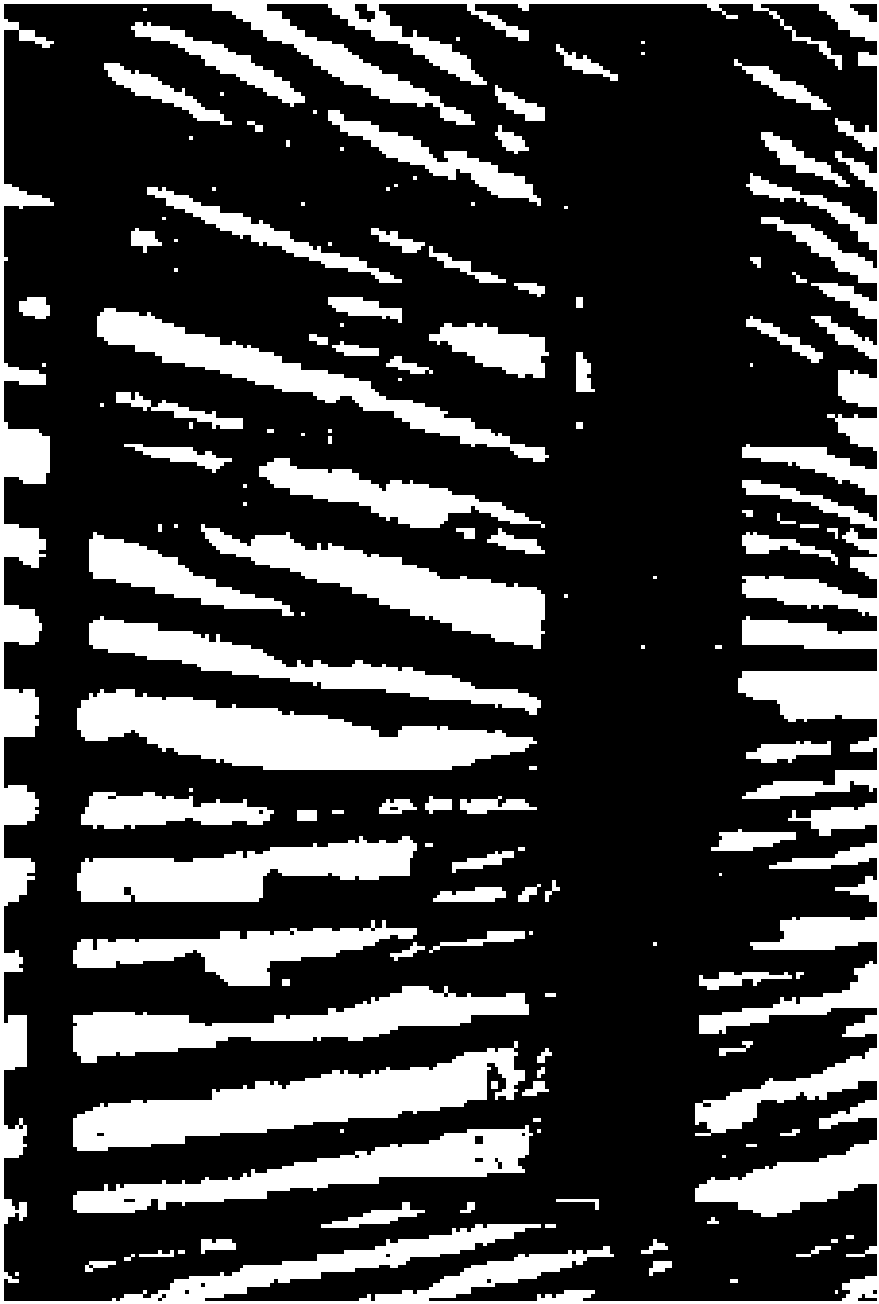

অবরভূমি

ভাষার উষ্মতাপ বাতাস
ঝরিয়ে দেয়
আলগা জিভের ছদ্মপঙক্তি
পাক খেয়ে
উপরে ওঠে
মানুষের সাজানো অবয়বের মধ্য দিয়ে
টেবিল ঘিরে সাজানো চেয়ার ঢুকে পড়ে বাস-পরিসরে
ধুলোর স্তরে স্পর্শযোগ্য অনুতাপ
অনাগত সময়খণ্ডের জন্য সফলতার পরিকল্পনা
সময়ের মৌকোষে অখণ্ডনীয় অস্তিত্ব জমে ওঠে
মউলের অপেক্ষায়
অপরিবর্তনীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ নিশ্চিন্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে

ছাইকালো অবরভূমিতে
সূর্যের সুতোর মতো ভাষামূল ছবি বোনে
গাছের মতো মাথা-ঝামরা চিন্তা বিষন্ন অরণ্যে স্থির
চরাচর বাতাসহীন
আলোর সুতোয় গান বাঁধার অবকাশ আছে কি মনুষ্যত্বের অপর পারে

আকাশক্ষতের ছায়ায়
কেউ-না ও কিছু-না হয়ে
নিঃসঙ্গ ও অস্বীকৃত
দাঁড়ানোর যায়
ভাষা শুকিয়ে যাওয়ার পরও

মিথুন

রাত্রি তার সওয়ার হয়েছিল
জ্যোৎস্নাহীন অস্নাত পরিচয়হীন রাত্রি

অজ্ঞেয়বাদী নিশান আঁটা শিরস্ত্রাণ
মাথা বেড় দিয়ে চেপে বসেছিল

ভ্রষ্টজন্ম শব্দ ব্যবহার হারিয়েছিল
কেবল দেহ জুড়ে ফুটে উঠেছিল
শঙ্খছাপ জন্মচিহ্ন
অন্ধকারের গভীরতর অন্ধকার হয়ে
মৃত্যু তার সওয়ার হয়েছিল

বাস-পরিসর সীমানা মুছে তাকে বন্দি করেছিল
বেড়াচাঁপার গন্ধ ডুবে গিয়েছিল

বিশেষ্যর ছদ্মবেশধারী যত বিশেষণ
বর্ণনার শূণ্যগর্ভ অহঙ্কার ভাঙার মুহূর্তে
অনস্তিত্বের খাদে ঝুঁকে
বিলাপ করছিল

খোলসভাঙা অরক্ষিত শব্দার্থের তীব্র যন্ত্রণার বশে
আমি কামড় বসাই তোমার ঠোঁটে
আমার জমে ওঠা নৈঃশব্দ চারিয়ে দিই তোমার জিভে
কসাইখানার আঁকশিতে টাঙানো চিরায়ত ও শাশ্বত সব বকরি থেকে
শেষ রক্ত ঝরে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা
দৃশ্য ও শব্দ গ্রাহক যন্ত্রগুলোকে এড়িয়ে
আমাদের এই মিথুন
হৃদয়ন্ত্রধ্বনি মাপার শেষ যন্ত্রটিও আমরা ছেড়ে এসেছি

ভিতর ও বাহির জুড়ে
আমরা নির্দেশের অপেক্ষা করি

রাত্রি আমাদের সওয়ার
মৃত্যু আমাদের সওয়ার
দিকচিহ্ন মুছে গিয়ে পৃথিবীর অক্ষটি কেবল পড়ে আছে
আমাদের স্বতক্রিয় যাত্রা
আমাদের গণ্ডি কাটার গোঙানি
রাত্রি ও মৃত্যুকে বয়ে চলেছে

বর্তমানবার্তা

যুদ্ধাস্ত্রের বসন্তে পরমাণু-মেঘ ফুটেছে অজস্র
তীব্র কুঠার সব
এখনও অনামা এ স্থান অপেক্ষা করছে যুদ্ধজীবী নামের

অনন্তপাল্লার গূঢ় ক্ষেপনাস্ত্রের ফিরিস্তি তৈরি করেছে বিজ্ঞাপনবাগিশ
শিরা উপশিরার নলিপথে অব্যর্থ অভিযানে
দেশদ্রোহী সব সন্ত্রাসবাদী খতম
শহিদ হতে হয়নি কাউকে

অতীতের ভাবালু কল্পনাচারীরা ভেবেছিল জীবনই একমাত্র আশ্রয়
অবিসংবাদী প্রমাণ এখন বলে দিয়েছে মানুষ মৃত্যুকে আশ্রয় করেই বাঁচে

পতিতভূমির বাসিন্দা আপন জন আমার
মৃত্যুর চেয়ে লম্বা-চওড়া এ পরিসরে
গর্ত খুঁড়ে আমাদের সহবাস
চেরনোবিলের চতুর্থ পরমাণু চুল্লির মতো বিস্ফোরণ ঘটে গেছে সময়দেহে
তেজস্ক্রিয় যুক্তির নজর-ছাপানো ব্যাঙের ছাতার তলায়
আমাদের চোখের পাতা শ্বাস নেয়
কালো পাখিদের মৃতদেহগুলো আকাশ থেকে খসে পড়ে
আর আকাশের ওপারের আকাশ জুড়ে কর্কটঅস্তিত্ব

আমাদের নদী বিষন্ন
ইটখোলার চুল্লিতে পুড়ে আমাদের মান্যভাষায় শব্দগুলো ইটের মতো
সমসত্ব প্রাচীর তুলে নিরাপদ খুপরি তৈরি করে
সেখানে তথ্য ও নির্দেশ বৈদ্যুতিন উল্লাসে মুখর
কথোপকথন এখন নিষিদ্ধ

পুনরাবৃত্তি ও প্রত্যাবর্তনে মুহূর্তগুলোকে পাক খাইয়ে
অনন্ত প্রগতির পথে যাওয়ার নিদান হেঁকে গেছে মহান শিক্ষকেরা
বলশালী ঘড়িগুলো প্রহরকে কসাই-কোপানো কোপায়

একবার আলিঙ্গন
একটা গভীর চুমু
তেজস্ক্রিয় আবর্জনায় ভরা গভীরতম প্রদেশগুলো ছেড়ে
হাতে হাত ধরে
আমরা উঠে আসি পৃষ্ঠদেশে
আকাশে অসংখ্য যুদ্ধাস্ত্রমালা
যুদ্ধবিরোধিতার প্রদর্শনী

আমাদের জীবিত থাকার বছরগুলো শলাবিদ্ধ
পোড়া পাঁউরুটির মতো আস্তর
মুখে মুখ ঠেকিয়ে পান করি শূন্যতার উপশম

জীবাশ্ম

পাথর মাটি জঙ্গল ও মৃগনাভির বসত ছিল
এখন কেবল ধূসর যন্ত্রছাপ
হিটলার ও স্তালিনের স্থাপত্যকলায় তৈরি বন্দিশিবির
আগুনের বলয়ের মধ্য দিয়ে এখানে বাঘ লাফায়
আগুন ও বাঘ উভয়েই অসীম ক্লান্ত

খোলামুখ গণকবরের পাশে দাঁড়িয়ে সামগান গায় দুই কবি
পল সেলান ও ওসিপ মাণ্ডেলস্টাম
আকাশ জীর্ণ ছেঁড়াখোঁড়া
কপিকলের লম্বা গলায় ঝুলে আছে সারসদেহ
বুঝিবা মরেছে অনেককাল

আমাদের বিষাদগৃহ আমাদের ত্রিবর্ণ নিশান
কাঠের দেওয়াল আর লোহাতারের সীমানাবেড়া
ঝুরি নামাতে নামাতে কাণ্ড হারিয়ে বসা বটগাছ
যা হারিয়েছে তা তো এখনও হারায়নি
মগজের পেশল ঢেউয়ে এখনও জীবিত তা
যতক্ষণ না সীসার কার্তুজ লক্ষ্যস্থির করে গতি নেয়

আমাদের স্বগত উচ্চারণ
ধুলোশরীর সারস হয়ে এসেছিল
স্বচ্ছ ডানায় সীসারঙের আকাশ পেরিয়ে
আমাদের প্রস্নতত্ত্ব বালিচিপি খুঁড়েছিল
অজানা ভাষায় অজ্ঞেয় সামগান গাইছিল দুই কবি
পল সেলান ও ওসিপ মাণ্ডেলস্টাম

আমাদের বারোয়ারি

আমাদের বারোয়ারি মাঠ
বারো মাস সার্কাসের তাঁবু গাঁড়া
রঙ-বেরঙ পতাকার ওড়াউড়ি আর ঝিমুনি
সীমার মধ্যে সবকিছু অসীম

আগুনের বলয়গুলো ক্রমে ছোট হয়ে আসে
তবু বাঘেরা ঠিক মাঝ দিয়ে লাফ কেটে যায়
একটি হলুদ বা কালো লোমও পোড়ে না

শূন্যে ঝোলানো দোলনা থেকে দোলনায় চলে
প্রাণভয় শিকেয় তোলা লাফ
যুক্তি পাক খায়
আঁটো কাপড়ে ঢেউ তোলে পেশি
প্রাণ অটুট থাকে অমোঘ শারীরিকতায়

বিদূষকের মুখোশে চওড়া হাসি নির্লিপ্ত জ্ঞানী দৃষ্টি
ভিতরের চোখ জোড়া বুজে আছে বিস্মরণে
বাকস্ফূর্তিতে আমোদিত নয়াপাক ইতিহাস
স্বল্পবাস গণহত্যা-দুর্ভিক্ষ-মহামারী অপূর্ব বিভঙ্গে
মৃত্যু-মহাভাবে রতিসুখ-কল্পনাকে তীব্র করে

তবু আমরা যারা সুবোধ নিবেদিত-প্রাণ
আমাদের জন্য শিক্ষিত হাতি ব্ল্যাকবোর্ডে লেখে
রুশ-চিনা-সংস্কৃত থেকে ইংরেজি অনুবাদ
আর মহার্ঘ ইংরেজি
কেদারাপুরুষদের অষ্টোত্তর শত বাণী

চারপায়ে মাটি আঁকড়ে শুঁড় দিয়ে লিখনের এ অপূর্ব কলা দেখে
শীর্ণ দুটি হাত ও শীর্ণ দুটি পা লজ্জানত হয়

মাঠ জুড়ে আলো ও বৃন্দবাদন
চকিত অস্থির আবছায়ায় ভয়ের মুখ
মহাপুরুষদের গাদাবন্দুকের নির্ভুল নিশানাদারি
গুলি ছোটে নিহত ভয় ঝরে পড়ে
বজ্র এতই নিকটবর্তী যে ঝলক ও শব্দ একসাথে পৌঁছয়

রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত বেজে ওঠে
আমরা উঠে দাঁড়াই
রাষ্ট্রীয় পতাকা আলোয় ঝলমল
আমরা সেলাম করি

জেলখানার গাড়ি
মধ্যাকর্ষণ অগ্রাহ্য করে
গোলকের অভ্যন্তর-তলে পাক খায়
দ্রুত আরও দ্রুত
যন্ত্র-গোঙানি বাড়ে ক্রমশ বাড়তে থাকে

হেমন্তের গন্ধ

এই বছর প্রথম বুঝতে পারলাম যে হেমন্তের একটা নিজস্ব গন্ধ আছে। অনেকটা চন্দ্রমল্লিকার গন্ধের মতো। হারিয়ে বসার এক সচকিত অনুভূতি যেন তার মধ্যে আছে। তার মধ্যে আছে এক বিষন্ন প্রত্যয় যেনবা তুমি সত্যিই জীবন্ত দিন কাটিয়েছিলে। মনে হয় এ বুঝিবা স্মৃতিরই গন্ধ। গত বসন্তে আমি বেশকিছু ফুল ফুটিয়েছিলাম। রকমারী গোলাপ ও করবী। উদ্ধত দলমণ্ডলের মধ্যে গর্ভকিশোরের সান্নিধ্য আমায় সুখ দিয়েছিল। মহার্ঘ্য এক শূন্যতা উপহার পেয়েছিলাম। এখন পাতা ও ফুলদল ঝরে পড়ার পর, মাটিতে মিশে মাটি হয়ে ওঠার পর এই গন্ধের অনুভূতি জন্ম নিল। এখন শূন্যতা নেই, দগ্ধ করতালু জুড়ে পাকা সোনার মতো নৈঃশব্দ জেগে উঠেছে। শীতে আমার বাণিজ্যপরিক্রমা ছিল, অপরাপর উপলব্ধিসমূহকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে সত্যকে একেশ্বর করার দায় ও দায়িত্ব ছিল। তাপ যোগাতে গিয়ে বহু নাম পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ছাইয়ের পাহাড়। শুকনো হাওয়ায় ছাইয়ের ওড়াউড়ি। বিবর্ণ অর্ধোস্ফুট কুঁড়িগুলো আধখোলা মুখে শিলীভূত। আকাঁড়া উচ্চারণ-বেজন্মারা মৃত। বৈদ্যুতিক চুল্লির ধোঁয়ার বিশালাকায় ধূসর মেঘ রাজকীয় আশ্লেষে কুণ্ডলী পাকায়। নিদ্রাহীন নিরন্তর। নৈঃশব্দগুলো ক্রমশ মাছকাটা বঁটির মতো ধারালো হয়ে ওঠে। হেমন্ত এল। আর তখনই এই নতুন ঘ্রাণের অনুভূতিও এল। নির্বাসিত রাজনৈতিক বন্দির ফিরে আসার মতো তার আসা। অমরত্বের দাবি জানানো বহু মৃত্যুর কাহিনি তার স্মৃতিতে। ভোরের প্রথম আলো তার মুখে বাসি দাগের মতো লেগে আছে। এই বছরই প্রথম সে এল।

মালা গাঁথা

মালা গাঁথা একটা সুপ্রাচীন প্রথা। বোধহয় এর সঙ্গে একটা রুচিবোধ বা নন্দনবোধ জড়িয়ে আছে। ফুল, পাতা, কড়ি, দানা, মণি বা মুক্তো, অবিন্যস্ত ছড়িয়েছিটিয়ে থাকার চেয়ে সারিতে বিন্যস্ত হলে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়, এমন একটা বোধ। আর এই সারিবিন্যাস পরিকল্পনাও একটি সৃজনকর্ম হিসেবে গণ্য হয়। একই রকম বস্তুর সমমাত্রিক বিন্যাস, বাছাই করা কয়েকরকম অসম বস্তুর সংস্থাপনের পরিকল্পিত নকশা, এর কোনও এক ভাবে সৃজনকর্ম উৎকর্ষ ছুঁতে চায়। 'মালিনী'-র মানসছবি খেয়াল করুন— উন্মুক্তহৃদয় এক সুন্দরী সযতনে সপ্রেমে মালা গাঁথছেন তাঁর হৃদয়ের অধিপতিকে নিবেদন করার জন্য। প্রেম, আত্মনিয়োগ, নিবেদন, এহেন সদর্থকতা ঘিরে থাকে এ কাজকে। মালা গাঁথা একটা মানস-অভ্যাসও বটে। মুহূর্তের মালা গেঁথে আমরা যাপিত জীবনকে ধরতে চাই। ঘটনার মালা গেঁথে আমরা ইতিহাস তৈরি করি। শব্দের মালা গেঁথে বোধকে দৃশ্যমান করতে চাই। মালা গেঁথেই যে এসমস্ত করা যায় তা নিয়ে খুব সন্দেহ করা হয়না। ফল যখন বিসদৃশ হয়, তখন প্রশ্ন ওঠে মালাসৃজনের কৌশল নিয়ে। ঠিক ঠিক বস্তুকে চয়ন করা হয়েছিল কি ? সাজানোর ক্রম ঠিক আছে কি ? মালা গাঁথার সুতোটি উপযুক্ত হয়েছে কি ? এহেন প্রশ্ন বিচার করে আমরা মালাসৃজনে বদল ঘটাই। মালাসৃজনের উপযুক্ত বোধ করা সুতোটিকে হাতে নিয়ে বস্তু বাছতে বসি আবার। তবু বারবার মালায় গাঁথা জীবন মিথ্যার ছায়ায় মলিন হয়, মালায় গাঁথা ইতিহাস বন্দিশিবিরে মুখ গোঁজে। আর শব্দের মালা ও বোধের মধ্যে খাদটা ক্রমশ চওড়া হতে থাকে। শব্দকে আঁকড়ে আমরা বোধের থেকে দূরে সরে যাই।

ঊর্ধবাধ ছেদ

কবিতা উৎসবে কবি

আপনার আগে পঁচানব্বই জন আছে
তাঁরা মঞ্চে একটা করে স্বরচিত কবিতা পড়বেন
মাঝে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে পাঁচজনকে
তারপর আপনি উঠবেন
জানেনই তো কবি প্রচুর
তাই বুঝেশুনে একটা ছোটখাট কবিতা দেখে পড়বেন

ঠিক আছে দাদা ছোটখাটই পড়ব
কিন্তু অত শেষে কি আর শোনার কেউ থাকবে
পঁচানব্বই জনের পড়া হয়ে গেলে তাঁরা তো বিদায় নেবেন
বিদায় নেবেন তাঁদের অনুগতরাও
আবার পাঁচটি সম্বর্ধনা হয়ে গেলে সম্বর্ধনা-আকৃষ্টরাও পা বাড়াবেন
কে আর পড়ে থাকবে দাদা

আরে মশায় আপনারা কবিরা যে কী ভাবেন
এক নম্বরেই পড়ুন আর একশ নম্বরেই পড়ুন
সভায় পাঁচজনই থাক আর পাঁচশজনই থাক
কতজন আপনাদের কবিতা শোনে বলেন দেখি
হাঁক-ডাক করে নাটক ফলিয়ে মহড়া-করা গলা ছাড়তে পারলে
কিছুজনের মনোযোগ হেঁচকাতে পারেন
নাহলে ওসব দুর্বোধ্য পাঁচালি কেউ শোনে না মশায়
সভার কবি-তালিকায় আপনার নাম উঠে গেছে
তিন মিনিট মঞ্চে উঠে আপনার হাজিরা সাব্যস্ত করে দেবেন
আবার কী
মশায় কি রবি-জেবনানন্দ না জয়-শঙ্খ
যে মানুষকে বসে বসে না শুনিয়াও শোনার ভান করতে হবে

না না দাদা অত দোষ নেবেন না
লাইনেই তো ছিলাম দাদা লাইনেই আছি
আপনাদের বেঁধে দেওয়া লাইন ভাঙতে চাই নি দাদা
আপনারা গুরুজন
সাহিত্য-সংস্কৃতির চাষ আপনাদের জমি ছাড়া হবে কোথায়
আপনারা কদর না করলে কে আর গুণিজন
কিন্তু আমাকে এমন নয়ছয় করে দিলেন দাদা
ওই রবিন রূপক ফিরোজ ওরাও আমার আগে
ওদের একটাও বই বেরোয়নি এখনও
আমার তিন-তিনটে বই
স্বয়ং শঙ্খবাবু আমার শেষ বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন
আমি ওদের পরে

ছাড়ুন তো মশায় ঘ্যানঘ্যানানি
কে অত হিসাব রাখে
মাদী বেড়ালের ছানা বিয়োনোর মতো কটা বই বিয়োলো কোন কবি
আপনাদের বই তো মশায় দোকানদারও দোকানে রাখতে চায় না
সুযোগবুঝে গছান যাদের তারাও কি ওসব পড়ে
আমাদের চেয়ারম্যান পবিত্রবাবু সভার সূচি ঠিক করেছেন
এখন প্যাঁচাল না পেরে সময় থাকতে তাঁকে গিয়ে ধরতে পারতেন
এখন নয়ছয়ে পড়বেন তো পড়বেন
না পড়লে যান গিয়ে

আরে না না দাদা
যাব কেন
আপনাদের মহতী সভায় নয়ছয়েই পড়ব
রাগ করেন কেন...
যাঃ তেড়ে মেরে চলেই গেল
খেপে গেল নাকি

পরের বার আবার ডাকবে তো
আমারই ভুল
সুবোধদাকে ধরে পবিত্রবাবুর কাছে যদি একটু দরবার করে রাখা যেত
পরের বারের জন্য ঠিক সময়ে করে রাখতে হবে
আরে আরে কাব্যশিখা পত্রিকার সম্পাদক এসেছেন দেখি
যাই আমার শেষ বইটা সৌজন্যসংখ্যা হিসেবে দিয়ে আসি
আর একটা কবিতা যদি ওঁদের পুজোসংখ্যার জন্য নেন...

পানশালায় কবি

সকলেই কবি নয়
কেউ যদি কবি হয় আমি তবে কবি
বাংলায় তো হাতে গোনা দু-তিনজন
কবি আর কোথায়
যতসব ভাঙাচোরা লাইন সারি সারি
এ কি কবিতা
গুণে দেখবেন তো হে তৎসম শব্দ পান কটা
সম্বল তো সব খান পঞ্চাশ কলঘরের শব্দ
তাই নিয়ে সব লিখে ফেলছেন ছেপে ফেলছেন
গোঁসাই ধরে স্তুতি-পর্যালোচনাও পেড়ে ফেলছেন
পাঁচে মিলে কবিতার কাগজ
আর কাগজে ছাপা নামরাই কবি
কোমর বেঁধে গাল দাও কোঁদল কর
বল যে তোমার কাগজে লেখে না সে নয় কবি
গোটা দুয়েক কবিতা-উৎসব কর নিজের গোয়ালের কবিদের নিয়ে
না বাপু আমি ওসবে নেই
আমি ওদের ধার ধারি না
র‍্যাঁবো আর মালার্মের পাশে রেখে
আমি আমার কবিতা বিচার করি
কলঘরের জলপতনের শব্দ নয়
আমার কবিতায় বাজে ঊর্মিপতনের আওয়াজ
কুড়ি বছরে আমার কবিতার বই পাঁচখানা
কবিতা শ-দেড়েক
প্রতিটা কবিতা সত্যিই এক একটি কবিতা
একটা সত্যি কবিতা লেখা কি মুখের কথা মশায়
আপনার তো পাত্র ফাঁকা মশায় দিন ভরে দিই
আর একটা কবিতাসমগ্র ছাপাব ভাবছি

কোন প্রকাশকের কাছে যাওয়া যায় বলুন তো
আপনি একটু আলাপ করিয়ে দেবেন মশায়
আর এই কবিতাসংগ্রহের ভূমিকাটা আপনাকে লিখতে হবে
আপনি ছাড়া আর যোগ্য লোক কে আছে
আরে ও ভাই, আরও এক পেগ করে দিয়ে যাও

নিৎশে সকাশে কবি

পালাও বন্ধু
পালাও নিঃসঙ্গতা বলয়ে

মাছি-ওড়া এ বাজারে
মহাপুরুষদের শাশ্বত বাণীর শর বিঁধেছে তোমার সর্বাঙ্গে
ক্ষুদ্রপুরুষদের নখরে ক্ষতের বাড়বাড়ন্ত
পাথর অরণ্য ও সম্ভ্রান্ত নৈঃশব্দের উপশম তোমার প্রয়োজন
সেখানে হয়ে ওঠ তোমার প্রিয় গাছের মতো
ডালপালা মেলে ঝুঁকে দেখ শূন্যে কী ঢেউ খেলে

এখানে এই বাজারে নিঃসঙ্গতা নেই নৈঃশব্দ নেই
বিষবাহী পতঙ্গেরা এখানে ভনভন করে ওড়ে
মহান নাট্যাভিনেতারা সংলাপ আওড়ায় অভ্যস্ত স্বাভাবিকতায়
দেখনদারিই মহত্বের পরাকাষ্ঠা
বিজ্ঞাপনকুলশ্রেষ্ঠই মহত্তম জন

শূন্য নিঃসঙ্গের বিক্ষুব্ধ বিস্ফুরণে বা সমাহিত বিরাগে সৃষ্টির অঙ্কুর ফোটে
দেখনি কি বোঝোনি কি
তবে এই বিজ্ঞাপন ও সংলাপের ক্লান্তিতে আলো খোঁজো কেন
খ্যাতির নিলামঘরের ভিড়ে কেন দর হাঁকো প্রাণপণে

পালাও বন্ধু
পালাও নিঃসঙ্গতা বলয়ে

যেখানে পাথর যেখানে অরণ্য যেখানে শূন্য-সমুদ্র
তুমি এবং তুমি নিজে যেখানে একান্ত দুইজন
সত্য সেখানে অনেকান্ত
প্রমাণের দলিল-দস্তাবেজের দপ্তরে হাজিরা বাঁধা নেই

অভিজ্ঞতার পাড় বেঁধে দেওয়া নেই
যাপনের সর্বসম্ভাব্যতায় সত্য সেখানে রূপান্তরিত হয়

অপরিবর্তনীয় একেশ্বর সত্যের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত বাজারের মন্দিরে
গর্ভগৃহের অন্ধকারে ঢেকে রাখা শবলিঙ্গ
নিয়ত শবানুগমন নিয়ত অন্ত্যেষ্টি
অভ্যাসের শৃঙ্খলে বদ্ধ আচার
তোমাকেও বেঁধেছে নিয়ত মৃত্যুতে

সর্বদা জীবন যাপিত হয়েছে বাজার থেকে দূরে
বাজারের ঘূর্ণি বাতাসের নাগাল ছাড়িয়ে
সব গভীর কূপেই বাতাস সমাহিত-গতি

কেন অষ্টপ্রহর ভনভনানো মাছি তাড়িয়ে কাটাবে
বিষ-পতঙ্গের কামড়ের ক্ষতে পাণ্ডুর তেল প্রলেপ দিতে
কেন অষ্টপ্রহর সেয়ানা কবিরাজের খোঁজে ফিরবে
তোমার চিকিৎসা পাথরে অরণ্যে

পালাও বন্ধু
পালাও নিঃসঙ্গতা বলয়ে

ওরা বুঝি সম্প্রতি তোমার কানে প্রশংসা ঝরাচ্ছে
হায় অদৃষ্ট
ওদের উৎসাহ তোমার রক্ত-চোঁয়ানো ক্ষতগুলোকে ঘিরে
ওদের লোভ তোমার রক্তের স্বাদে
ওদের উৎসব তোমার মৃত্যুকে ঘিরে
দেখনি কি কীভাবে ওরা বিরক্ত বিব্রত হয় যখনই তুমি নিজেকে উন্মোচিত কর
দেখনি কি বাজারে ঝাঁপ পড়লেই ওরা কেমন নিরক্ত নির্জীব
বিজ্ঞাপনের ভাষায় অধরা যে কোনও আত্মসম্মানে ওদের কেমন বিষনজর
বোঝোনি কি কীভাবে ওরা তোমার সব দুর্বলতাকে লালন করে
আর তোমার গুণ সইতে পারেনা

ওদের বন্ধুত্বের ভেক মনোহারী
ওরা ধূর্ত
ভীতুরা ধূর্ততার মধ্য দিয়েই যে বাঁচে
ধূর্ততাই যে ওদের মৃত্যু

বন্ধু তুমি পালাও
পালাও নিঃসঙ্গতা বলয়ে

পলাতক হওয়ার অপবাদ নিয়ে তোমার দ্বিধা?
পাথরের সামনে দাঁড়াও
গাছের সামনে দাঁড়াও
দেখ পাথর নিজেকে বিস্তৃত করেছে পর্বতমালায়
গাছ অরণ্যানিতে
আঁাকড়ে ধরা আকাঁড়া বাতাসে সেখানে
পলাতক বলে কোনও শব্দ জন্ম নেয়নি

নিৎশে ওরফে যরাথুষ্ট্র ওরফে বুদ্ধের বিধান এটাই